(লেখিকা শ্রীমতী বাণী রায়কে লেখা নয়খানি পত্র)

বারাকপুর
২৯-৯-৪৫

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আমার জন্মদিনের উৎসব উপলক্ষে আপনি যে কবিতা পাঠিয়েছেন, তার মধ্যে মস্ত একটা ভবিষ্যদ্বাণী রয়েচে—এবং আমার মনে হয় স্বয়ং আমি ছাড়া এ ভবিষ্যদ্বাণী আপনিই করলেন। অর্থাৎ সেটি হচ্ছে এই যে 'আজি হতে শতবর্ষ পরেও' আমার বই লোকে পড়বে।

মস্ত কথা সন্দেহ নেই। আপনাকে এজন্য অগণিত ধন্যবাদ। অবশ্য আমার ও সম্বন্ধেকোনো সন্দেহই নেই, আমি 'পথের পাঁচালী' লিখবার সঙ্গে সঙ্গে এবং তার পাণ্ডুলিপি অবস্থায়আমার বন্ধু নীরদ চৌধুরীকে এ কথা লিখি। কিন্তু আমার বই সম্বন্ধে আমি তো বলবই—নিজের ঢাক নিজে না বাজালে বর্তমানকালে আর কে বাজাবে বলুন। সে কথা লোকে বিশ্বাস করবে না, এই একমাত্র যা গলদ। না করুক গে, আমি যা বলবার বলবই। আর বললেন আপনি। খুব আনন্দের কথা বলেছেন। প্রীতির চক্ষে দেখেন বলেই এত বড় কথা আপনি বলতে পেরেছেন।এজন্যে আবার ধন্যবাদ দেব। তবে বার বার ধন্যবাদ আপনি হয়তো আবার পছন্দ করবেন না।

আমি কলকাতায় অনেকদিন যাইনি এ কথা সত্যি নয়। কিন্তু সময়ের অভাবে আরসুইনহো স্ট্রীটের বাসায় মামাশ্বশুরেরা অনেকদিন না থাকাতে আমি দক্ষিণ কলকাতা অঞ্চলেইযাইনি—কেবল গিয়েছিলাম গত রবিবারে। গিয়েই দেখি ট্রাম বন্ধ, নীরদবাবুর বৈঠকখানায় আমি, সুবর্ণ দেবী, আমার বড় শালী মায়াদি সন্ধ্যা ৮টা পর্যন্ত গল্প করলাম। টেলিফোন নেইআপনাদের জানি, কাজেই টেলিফোন করবার চেষ্টাও করিনি।

৪ঠা অক্টোবর কল্যাণীদের নিয়ে কলকাতা যাব বেলা এগারোটা আন্দাজ সময় এবংওদের ওখানে রেখে দুটো খেয়েই বেরিয়ে পড়ব সজনীর ওখানে। ওর ওখানে একটা বিশেষ কাজের কথা বলে দিয়েছে বনফুল (বলাই)—আমি ওইদিন সন্ধ্যা ৭টায় লুপ এক্সপ্রেসেভাগলপুর রওনা হচ্চি ওখানকার সাহিত্য সম্মেলনে পৌরোহিত্য করতে। আমি আপনাকেটেলিফোন করব ওইদিন—কিন্তু আপনি বোধ হয় থাকবেন না, দেশে যাবেন বোধ হয়। যাহোক, টেলিফোন করে দেখব। দেশে গিয়ে ঘাটশিলার ঠিকানায় একখানা চিঠি দেবেন—গৌরীকুঞ্জ, ঘাটশিলা। নীরদবাবুরা মহালয়ার দিন ঘাটশিলায় যাচ্ছেন। আমি ভাগলপুর থেকে৭ই ফিরে এসে আবার দু'দিন স্কুল করব, ১০ই আমার ছুটি হবে, ওদিনই বম্বে মেলে কিংবা রাঁচী প্যাসেঞ্জারে ঘাটশিলা রওনা হব।

প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন। আপনার দাদামশায় কেমন আছেন?

ইতি

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

পুনঃ—আমার জন্মদিনের উৎসবে আপনি নিমন্ত্রণপত্র পাননি শুনে কত দুঃখিত যেহয়েছি! আমি আমার সব বন্ধুদের ঠিকানা দিয়েছিলাম যাঁরা এ অনুষ্ঠানের উদ্যোগ করেছিলেন, তাদের কাছে। এখন দেখা যাচ্ছে, তারা তাদের খেয়ালখুশিমত কাউকে জানিয়েছেন, কাউকেজানাননি।

(২)

P.O.

Gopalnagar

Village, Barrackpur

Dt. Jessore

বুধবার

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

সেদিনকার কথামতো আমি প্রবোধ সান্ন্যালকে বলেছিলাম, কিন্তু সে রাজী নয়। সে বল্লে, কি একটা ফি সংক্রান্ত ব্যাপারে অত্যন্ত ব্যস্ত আছে সে। এখন কোনো কাজ পারবে না। এইকথাটি জানিয়ে দেবার জন্যে আজ দু'দিন থেকে আপনাকে চিঠি লিখব ভাবচি, কিন্তু বড় ব্যস্তছিলাম একটা লেখা নিয়ে। আপনি কি করবেন, না করবেন আমাকে জানাবেন। তারাশঙ্করকে কিবলাবেন সজনী দাসকে দিয়ে। আমি কাল কুচবিহার যাচ্ছি, ফিরতে সোমবার।

সেদিন আপনাদের ওখান থেকে বেরিয়ে কবির রোডে সোমনাথবাবুর বাড়ি খুঁজতে গিয়ে কি মুশকিল। খুঁজে খুঁজে তো পাওয়াই গেল না, তারপর রাস্তা ভুলে গোলকধাঁধায় পড়েকোথায় গিয়ে যে ঠেলে উঠলাম, হঠাৎ দেখি লেক আমার সামনে—সে আবার লেকের উল্টোদিক, সেদিকে কখনো আমি যাইনি, তখন একটা লোকের সাহায্যে অতি কষ্টে সে গোলকধাঁধাপার হই। অনিলবাবুকে বলবেন যদি সময় হয় যেন সোমনাথবাবুকে এই কথাটা তিনি বলেন।

চিঠি দেবেন কিন্তু। প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন।

ইতি—

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

(৩)

বারাকপুর

১২-৭-৪৬

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার পত্র এখানে এসে ক'দিন পড়ে ছিল, আমি অন্যত্র সভা উপলক্ষে গিয়েছিলাম, এখানে ছিলাম না। আমি মায়াদিকে অনেকদিন আগেই এ সম্বন্ধে সম্মতিজ্ঞাপন করে পত্র দিয়েছি তো, মায়াদি আপনাকে জানাননি কেন বুঝলাম না। আমাকে যে পার্ট দেবেন, তাই নেবজানবেন। কবে কলকাতায় যেতে হবে জানাবেন। এখানে খুব বর্ষা নেমেছে। প্রচুর বকুলফুল ও শিউলিফুল ফুটেচে। শীঘ্রই একবার কলকাতা যাব এবং আপনার সঙ্গে দেখা করব—কিন্তু পত্রঠিক (কিন্তু) দেবেন আপনি।

প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন।

ইতি—

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

(৪)

ঘাটশিলা

২২-৯-৪৬

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

ঁবিজয়ার সাদর সম্ভাষণ গ্রহণ করবেন ও মাকে এবং আপনার বাবাকে জানাবেন।অনেকদিন আপনার সঙ্গে দেখা করা হয়নি। দাঙ্গার পরেই আপনাদের কুশলসংবাদ চেয়েনীরজাবাবু (মাখন) কে পত্র দিই। তিনি আপনাদের বোধহয় সে চিঠিদেখিয়েছিলেনও। কিন্তু আপনি তো ঠিকানা জানতেন, কোনো চিঠি দিলেন না কেন? দেওয়া উচিত ছিল। আমি ঠিকানা ভুলে গিয়েছিলুম বলেই চিঠি দিতে পারিনি। ঘাটশিলাতে কল্যাণীরা আছে। আমি কাল চাঁইবাসাথেকে রাতের ট্রেনে ফিরেচি। ওদিকে অরণ্যভ্রমণে বেরিয়েছিলাম। সারান্ডা ও কোলহানঅঞ্চলের বিস্তৃত

বনভূমি কয়েকদিন ধরে দেখে বেড়িয়েচি। সে সৌন্দর্য দেখবার জিনিস। বনকুসুমের সুগন্ধ যে এত সুন্দর হতে পারে এবং তা যে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সমানভাবেবনের বাতাসে বর্তমান থাকে—এ অভিজ্ঞতা এইসব হেমন্তের শান্ত দিনে বনে বনে নাবেড়ালে বোঝা যেতো না। বন্যহস্তীর বৃংহিত শুনেছি গভীর রাত্রে ডাকবাংলোর লোহার খাটেশুয়ে। জ্যোৎস্নায় উচ্চ বনস্পতির শাখায় বন্যকুক্কুটকে উড়ে এসে বসতে দেখেছি। এখন তোবন্যঝরনার ধারে ধারে দেবকাঞ্চন ও পিটুনিয়া ফুলের শোভা সর্বত্র।

আশা করি ভাল আছেন। কালীপুজোর পরে স্কুল খুলবে। ২৬শে দেশে ফিরব এখানথেকে। সেখানে পত্র দেবেন। দাঙ্গার পরে দু'বার কলকাতায় গিয়েছিলাম, সজনীর বাড়িতেওএকদিন যাই—কিন্তু যেদিন গিয়েচি, সেদিনই চলে আসতাম।

ভাল আছি।

ইতি—

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

(৫)

ডাকমোহর ২১শে নভেম্বর, ১৯৪৬

Gopalnagar P.O. মঙ্গলবার

সুচরিতাসু,

আমি ৮/১০ দিন হল দেশে ফিরেছি। আপনার চিঠি পেলে খুশি হই। গত শনিবার কলকাতা গিয়েছিলাম। আপনার সঙ্গে দেখা করবার চেষ্টা করেও সময় পেলাম না। আগামীরবিবার বেলা ৪॥টার সময়ে আপনি শ্রীঅমিয় চক্রবর্তীর বাড়িতে আসুন না কেন। আমিওখানে বনভ্রমণ সম্বন্ধে গল্প করব। অমিয়বাবু শুনতে কৌতূহলী। তিনিই বিশেষ অনুরোধকরেছেন ওইদিন ওখানে ওই সম্বন্ধে কিছু বলতে। রবিবার বেলা ৩॥টার সময় আমার ট্রেনকলকাতায় পৌঁছবে। আমি কানুমামার সঙ্গে দেখা করে ওখানে সোজা চলে যাব।

'বুড়ো হাজরা কথা কয়' গল্পটা আপনার ভাল লেগেছে শুনে আনন্দ পেলাম।

আপনার কি কোনো গল্প ওতে আছে? বইখানা হস্তগত হয়নি এখনো।

আপনি জন্মদিনে টেলিগ্রাম করেছিলেন সেজন্য ধন্যবাদ। কিন্তু সে সংবাদ আপনারচিঠিতেই জানলুম। এমন কোনো টেলিগ্রাম আমার হস্তগত হয়নি। আজকাল ডাকবিভাগেরঅদ্ভুত কাণ্ডকারখানার কথা আপনার অবিদিত নেই। গত বিজয়াদশমীর দিন কলকাতা থেকে এক ভদ্রলোক চিঠি লিখেছিলেন, সে চিঠি আমি পেয়েছি আজ তিন দিন আগে। কোথায় ঘোরাঘুরি করতে হয়নি চিঠিখানাকে! কলকাতা থেকে গোপালনগর ডাকঘরে পৌঁছতেই দেড় মাস।

কল্যাণী ভাল আছে। আপনার মা ও বাবাকে আমার নমস্কার জানাবেন। আশাকরি ওঁরাভাল আছেন। আপনি প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন।

ইতি—

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

(৬)

বারাকপুর

৫-১-৪৭

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার পত্র এখানে এসে পড়ে ছিল। কেউ ছিল না। আমি কল্যাণী ও উমাকে এখানথেকে নিয়ে কলকাতার কাছে বারাকপুরে আমার শ্বশুরবাড়ি রেখে বোনাইগড় স্টেটের অরণ্যঅঞ্চলে ভ্রমণে গিয়েছিলুম। ৭/৮ দিন ঘন বনের মধ্যে ডাকবাংলোতে বাস করেছি। কত যেপাখির ডাক পাহাড়ের বনে বনে, বেশির ভাগই অজানা পাখি। ও দেশের পাখির সুর আমি চিনিনে, কেবল চিনলাম বনটিয়া আর ধনেশ পাখির ডাক। আর কি ঘন বন। চারিদিকে অরণ্যাবৃত লৌহপ্রস্তরের পর্বতমালা; রাত্রে বাংলোর নিচেকার উপত্যকায় বনহস্তীর বৃংহিতধ্বনি প্রতি রাত্রেই শোনা যায়, বাংলোটা পাহাড়ের ওপরে, সেখান থেকে নেমে একটা অপেক্ষাকৃত সমতলভূমিতে একটা লতাদোলানো বটগাছের তলায় শিলাসনে বসে সারা দুপুর লিখতুম, বই পড়তুম—আবার শুকনো পাতার খস্ খস্ শব্দ হলেই সতর্ক দৃষ্টিতে চারিদিকে চাইতুম, কোনো বন্যজন্তু আসছে কিনা দেখতে। হাতির ভয় সে বনে সবচেয়ে বেশি। বাঘ আছে তবে তারাবেরোয় না দিনমানে। হাতি কিন্তু দিন-রাত মানে না। ওখানে চুপ করে বসে থেকে দেখেছিএকটা অদ্ভুত অনুভূতি হয়, প্রকৃতি যেন এপিক কাব্য লিখে রেখেচে গম্ভীর শৈলশিখরে, লৌহপ্রস্তর দিয়ে বাঁধানো বন্যঝরনার কূলে। অনেকক্ষণ চুপ করে বসে সে মহাকাব্যের দু-একটাপংক্তি পড়তে পারা যায়। চোখ বুজে পড়তে হয় সে কাব্য।

অমিয়বাবুর বাড়ি না যাওয়াতে খুব দুঃখিত হয়েছিলাম। খুব আশা করেছিলুম আপনিযাবেন। মায়াদিদি বারাকপুরেই আছেন। কল্যাণীর খুব জ্বর হল যেদিন ওখান থেকে এখানেআসব সেদিন। ওকে এখানে আনলুম না, এখানে দেখাশোনার লোক নেই। বাপের বাড়িতেআছে, সেখানে অনেক লোক। ওর জন্যে মনখারাপ রয়েছে। পারেন তো ওখানে চিঠিদেবেন—C/o S.K.Chatterjee, মহামায়া কুটির, স্টেশন রোড, বারাকপুর, জেলা ২৪ পরগণা। মায়াদিও সেখানেই আছে। 'কথাশিল্প' বইখানি এতদিন আমাকে পাঠায়নি। বড়দিনের ছুটির পূর্বে বইখানা ওরা পাঠিয়েছিল। কিন্তু সঙ্গে নিয়ে যাইনি, কারণ বাংলা বইয়ের অনেক শত্রু। ইংরিজি বই যমেও ছোঁয় না। আপনার চিঠি পড়বার পরে 'কথাশিল্প' খোঁজ করে 'ডা. দীপান্বিতা চৌধুরী' পড়লুম। চমৎকার, Complex রচনাশৈলী। Composite-শ্রেণীর যেমন ফুলআছে তেমনি এ গল্পও। সাদামাঠা শ্রেণীর নয়। সাধারণ পাঠকের জন্যে নয়। তারা এ বুঝতেওপারবে না। বিদগ্ধ মন দরকার হবে এ গল্পের রস-গ্রহণ করতে। আমার খুব ভাল লাগলো।ওদের লিখে পাঠাতেই হবে আমাকে।

আপনার সঙ্গে দেখা করব, কল্যাণীর অসুখ সেরে গেলে বাড়ি এলে কলকাতা যাব, তখন। বাড়ি কেউ নেই। উমাকে এনেচি, তাকে একলা রেখে কোথাও যেতে পারিনে। আমি দোলসংখ্যা আনন্দবাজারের জন্যে একটা বড় গল্প লিখছি। ভ্রমণকাহিনী হিসেবেও একটা লেখা একটা কাগজে চেয়েচে। দুটোই লিখব।

প্রীতি ও শুভেচ্ছা নিন। আপনার মাকে নমস্কার জানাবেন। পূর্ণবাবু কেমন আছেন?

ইতি—

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

(৭)

বারাকপুর

শুক্রবার

ডাকমোহর ৪ঠা মার্চ, ১৯৪৭

সুচরিতাসু,

জানেন, আমাদের উত্তর মাঠে একটা মস্ত বড় প্রাচীন শিমূলগাছ আছে—ওর নাম কেনযে ‘মরিনসন সাহেবের শিমূল গাছ’ তা জানি নে, সম্ভবত পুরনো দিনের নীলকুঠীর কোনোসাহেবের নামের সঙ্গে কি ভাবে জড়িয়ে গিয়েছিল গাছটা। সকালবেলার প্রথম (রোদ) পড়লে গাছটার কাছে গিয়ে দেখতে হয়—স্তবকে স্তবকে রাঙা ফুলগুলি ফুটে কি অপরূপ শোভাধরেচে গাছটি। আধ বিঘে জমি জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে, ঝাঁকে ঝাঁকে বনটিয়া, ঘুঘু, ছাতারে, শালিক, আরো কত কি পাখি এসে বসে তার আঁকা-বাঁকা ডালে ডালে, নীল আকাশের তলায় এক পরমবিস্ময়ের মতো মনে হচ্ছে ওকে। যেন কোনো মহাশিল্পীর হাতের অপূর্ব শিল্প। কাল কলকাতাথেকে মোটরে ছবি আঁকিয়ে সুনীলমাধব সেনগুপ্ত ও তার স্ত্রী এবং আর একটি বউ আমার বাড়িতে এসেছিলেন—তাদের নিয়ে গেলাম ‘মরিসন সাহেবের শিমূল গাছ’ দেখাতে।সুনীলবাবু তো উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। বল্লেন—দুতিন দিনের মধ্যে আমি রং তুলি পট নিয়ে আবার আসব, এই গাছের ছবি আঁকতে। বউ দুটি তো গাছতলায় ঘাসের ওপর বসে পড়ল, কতক্ষণ আমরা সবাই বসে রইলাম সেখানে। আর এত বনবিহঙ্গের কাকলী কি গাছটা জুড়ে!কারো কথা প্রায় শোনা যায় না। আপনার কথা তখনি মনে হল, ভাবলাম আপনি দেখলে খুশি হবেন। আমি আর্টিস্টকে বল্লাম—ছবি যদি আঁকেন তবে যত শীগ্‌গির আসতে পারেন ততইভাল। শিমূল ফুলের আয়ু বেশি দিন নয়।

কলকাতায় যাই, কিন্তু ট্রামধর্মঘটের জন্যে দূরে যাওয়া সম্ভব নয়। শেয়ালদার কাছে কাছেবই-এর দোকান ঘুরে চলে আসি। কল্যাণীর চিকেনপক্স হয়েছে। সে বাপের বাড়ি আছে। আমিশ্রীহট্ট-প্রগতি-লেখক-সংঘের একটা অধিবেশনে যাচ্চি সামনের সপ্তাহে। ফিরে এসে আপনারসঙ্গে দেখা করব, ততদিনে ট্রাম বোধহয় চলবে। বাসে ওঠা আমার কর্ম নয়। এঞ্জিনের ওপরপর্যন্ত লোক বসে, বাসে ওঠার চেয়ে যে কোনো দুহাজার ফুট উঁচু পাহাড় আরোহণ করতেআমি রাজী আছি।

ভাল আছি। আশা করি আপনাদের সব কুশল। আপনার বাবা ও মাকে আমার সশ্রদ্ধনমস্কার জানাবেন। প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন।

ইতি—
শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

(৮)

বারাকপুর
৫ই বৈশাখ, ১৩৫৪

সুচরিতাসু,

নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন। আপনার চিঠি কাল পুরী থেকে ফিরে এসেপেয়েছি। কটকে গিয়েছিলাম নববর্ষের বিশেষ উৎসবে সভাপতিত্ব করতে, সেখান থেকে একদিনের জন্যে পুরী গিয়েছিলাম। টোটা-গোপীনাথের মন্দিরের পেছনে সমুদ্রকূলের ঝাউবনেসমস্ত সময়টা একা বসে নীল সমুদ্রের ঢেউ গুনেছি। ভাল চমৎকার কেটেছিল দিনটা।

সেদিন বেলা আড়াইটের সময় ইন্সপেক্টরের আপিসেই শুনলাম হাঙ্গামা বেধেগিয়েছে। বাস বন্ধ হয়ে গেল। বালিগঞ্জ স্টেশনে এলাম আলিপুর থেকে হাঁটতে হাঁটতে।অনেক লোকই বালিগঞ্জ দিয়ে চলেছে—কাজেই ভিড় খুব বেশী। কলকাতার কয়েক জায়গায়পরশুও বেড়িয়েছে, তবে ভয়ে ভয়ে। কলকাতার জীবনযাত্রা দুর্বিষহ হয়ে উঠল।

সুরেশবাবুকে বইয়ের কথা বলেছিলেন, সেজন্যে আপনাকে ধন্যবাদ। আমি কলকাতা গেলে আপনার বই সম্বন্ধে দেখব কি? গজেনকে বলব। Signet Press-এ কিছুলিখেছিলেন?..বাবুর ব্যবহার আদৌ ভাল না।

এ-বিষয়ে আপনার সঙ্গে কথা আছে। কলকাতায় গেলেই আপনার ওখানে যাবার ইচ্ছারইল।

এবার ট্রাম খুলেছে : যাওয়ার অসুবিধা দূর হয়েছে খানিকটা।

কল্যাণী এখানেই আছে এবং এখন ভালই আছে। গরমের ছুটিতে পুরী যাওয়ার ইচ্ছা রয়েছে, দেখি কতদূর কি হয়।

আপনার মা ও বাবাকে আমার নববর্ষের সশ্রদ্ধ নমস্কার জানাবেন।

ইতি—
শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

(৯)

ডাকমোহর ১২ই মে, ১৯৪৭
বারাকপুর—রবিবার

সুচরিতাসু,

ক'দিন কি ভীষণ গরম পড়েছিল। কাল রাত্রে গরমে ঘুম আসছিল না, বিছানায়এপাশ-ওপাশ করছি, এমন সময় হঠাৎ ঘন কালো কালবৈশাখীর মেঘ উঠল ঈশান কোণে, বিদ্যুৎ চমকাতে লাগল, সঙ্গে সঙ্গে এল ভীষণ ঝড়, তারপরে বৃষ্টি। রাত তখন ১২টার কম নয়।পুরো দু'ঘণ্টা চলল ঝড়বৃষ্টি, কত গাছ ভেঙে গেল, কত খড়ের চালা উড়ে গেল—সেই সঙ্গেআমাদের বাড়ির উঠোনের পেঁপে গাছের মাথাটাও। কোথায় গেল গুমোট গরম, শীত করতেলাগল। রাত যখন দুটো, তখন দুটি মেয়ে এসে বললে, চলুন কাকা আম কুড়ুতে যাই। বাড়ির পেছনে ঘন বন ও বাঁশবাগান, বরোজপোতার ডোবায় একযোগে বোধ হয় হাজার ব্যাঙডাকচে, তখন গেলাম আলো নিয়ে ওদের সঙ্গে আম কুড়ুতে। ফলে হল এই যে, আজ সকালের ট্রেনে সাঁতরাগাছি রবীন্দ্র জন্মোৎসবে পৌরোহিত্য করতে যাবার কথা ছিল, ঘুমও ভাঙলনা—ট্রেন ধরাও হল না।

কলকাতার অবস্থা নাকি একটু শান্ত। সামনের সপ্তাহে গরমের ছুটি হবে। ২২শে মে রেডিওতে কিছু বলতে হবে। ওই সময় কলকাতায় দিয়ে দু'তিন দিন থাকব। সেসময় নিশ্চয়দেখা করব।

না, ওরা বই পাঠায়নি। অনেক কথা বলবার ও শুনবার আছে ওদের সম্বন্ধে !আশা করি কুশলে আছেন। এবার 'গল্পভারতী'তে আপনার 'কিউ' গল্পটা ভাল হয়েচে।

আপনার মাকে সশ্রদ্ধনমস্কার জানাবেন।

আপনি আন্তরিক শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন।

ইতি—
শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়